FEB. 10 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা 2 কলাম ...

শিক্ষা ব্যবস্থায় সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছে পুস্তক কেলেঙ্কারির পাশাপাশি চলছে শিক্ষকদের আন্দোলন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সঙ্কট ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারির পাশাপাশি শিক্ষকদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে অসন্তোষ। দাবিদাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে একাধিক শিক্ষক সংগঠন ইতোমধ্যে ঘোষণা করেছে তাদের আন্দোলনের কর্মসূচী।

দেশব্যাপী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক সঙ্কটের এখনও পর্যন্ত কোন সুরাহা হয়নি। উপজেলাগুলোর অধিকাংশ স্থানেই এখনও পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের সকল বই পৌঁছেনি। মাধ্যমিক স্তরের ৬০টি বইয়ের মধ্যে প্রকাশিতই হয়েছে মাত্র ১৪টি। বাকি ৪৬টি বই কবে নাগাদ বের হবে— সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারছে না কেউই। বইয়ের অভাবে অধিকাংশ স্কুলেই পুরোদমে ক্লাস শুরু হয়নি। ছাত্রছাত্রীরাও আগ্রহ পাচ্ছে না স্কুলে যেতে। অভিভাবকগণ চিন্তিত ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত শিক্ষাজীবন নিয়ে।

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এতসব জটিলতার পাশাপাশি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে ক্ষোভ উত্তেজন। ৬ দফা, ৯ দফা, ১০ দফা দাবি নিয়ে শিক্ষকদের ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন এখন প্রস্তুতি নিচ্ছে আন্দোলনের জোরালো কর্মসূচী বাস্তবায়নের। এসব কর্মসূচীর মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তালা লাগিয়ে দিয়ে ধর্মঘট, রাজধানীতে শিক্ষকদের মহাঅবস্থান এবং আমরণ অনশনের মতো বিষয় পর্যন্ত রয়েছে। সরকারী শিক্ষকদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট ইতোমধ্যে তাদের ৬ দফা দাবি বাস্তবায়ন এবং ৯ দফার শিক্ষক স্বার্থবিরোধী ধারা বাতিলের জন্য সরকারকে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। শুক্রবার ঐক্যজোটের এক সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, দাবি না মানলে আগামী ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি সকল বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তালা লাগিয়ে ধর্মঘট করা হবে। এর পর আগামী ১৬ এপ্রিল ঢাকায় সারা দেশের শিক্ষকদের নিয়ে পালন করা হবে মহাঅবস্থান এবং আমরণ অনশন কর্মসূচী। এই আন্দোলনকে সফল করতে ৪৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

এদিকে বেসরকারী কলেজ শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন, তাদের দীর্ঘ দিন ধরে পেয়ে আসা একটি সুবিধা হঠাৎ করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর কর্তৃক বন্ধ করে দেয়ায়। বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির মতে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি চিঠির ভুল ব্যাখ্যা দিয়েই সম্প্রতি অধিদফতর এই উদ্ভট সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ব্যাপারে সমিতির নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, এতদিন ধরে বেসরকারী কলেজের প্রভাষকগণ এমপিওভুক্তির দু'বছর পর উচ্চতর স্কেল পেয়ে আসছিলেন। পুরো শিক্ষকতা জীবনে মাত্র একবার তাঁরা পেতেন এই সুবিধাটি। কিন্তু অতিসম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক চিঠির বরাত দিয়ে অধিদফতর শিক্ষকদের প্রাপ্য উক্ত উচ্চতর স্কেল প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে। নেতৃবৃন্দের মতে, মন্ত্রণালয়ের যে চিঠির কথা ভিত্তি হিসাবে অধিদফতর উল্লেখ করেছে— সেখানে কিন্তু উচ্চতর স্কেল প্রদান বন্ধের কোন কথা বা ইঙ্গিতও নেই। অধিদফতর সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা করেছে মন্ত্রণালয়ের চিঠিটির। অবিলম্বে তাঁরা অধিদফতরের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ভুল সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহারের।

এদের পাশাপাশি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন তাঁদের ১০ দফা দাবি বাস্তবায়নে সরকারী উদাসীনতার কারণে। তাদের এই ১০ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে গ্রেডেশন লিস্ট সংশোধন, প্রধান শিক্ষকদের সিলেকশন গ্রেড, শিক্ষকদের শূন্য পদসমূহ পূরণ ইত্যাদি। সরকারী কলেজের শিক্ষকরা আন্দোলনে নেমেছেন তাঁদের বন্ধ হয়ে থাকা পদোন্নতি প্রক্রিয়া পুনরায় চালুর দাবিতে। দাবি আদায়ে তাঁরা আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় শিক্ষাভবন চত্বরে সমাবেশ করবে বলেও ঘোষণা দিয়েছে।